JUL 03 2002

যুগান্তর

তারিখ ---- পৃষ্ঠা -- ৩ -- কলাম -- ৪

বুয়েটে বন্দুকযুদ্ধ : ঢাবি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ২১ দিনেও আলোর মুখ দেখেনি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বুয়েটে ছাত্রদলের দুটি গ্রুপে সংঘটিত বন্দুকযুদ্ধ ও ছাত্রী সনি নিহত হওয়ার ঘটনা তদন্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ২১ দিনেও আলোর মুখ দেখেনি। এ রিপোর্ট আদৌ প্রকাশিত হবে কিনা তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে। শুধু এই একটি তদন্ত রিপোর্টই নয়, স্বাধীনতার পর গত ৩১ বছরে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী ঘটনা তদন্তে কর্তৃপক্ষ প্রায় সাড়ে ৫০০ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এর মধ্যে মাত্র ৩১টি কমিটির রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেছে। বাকিগুলো তদন্তের নামে কালক্ষেপণ, প্রশাসনিক টালবাহানা আর অদৃশ্য হাতের ইশারায় হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে।

জানা যায়, গত ৬ বছরে এ ধরনের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১০৩টি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। এর মধ্যে ২৮টি কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। দুটো কমিটির একাধিক সুপারিশ থেকে গত প্রশাসন ছাত্রদল নেতা জাকিরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে এবং ডাকসু ভেঙে দেয়। আর ১১টি কমিটিতে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কিছু আক্কেলসেলামি ও ১ বছর, ২ বছরের জন্য বহিষ্কার ছাড়া আর কোন সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি। অর্থাৎ ১০৩টির মধ্যে ৯১টি কমিটিরই কোন কার্যকারিতা ছিল না। ৬৫টি কমিটি রিপোর্টই জমা দেয়নি। অনুসন্ধানে জানা যায়, স্বাধীনতার পর গত ৩১ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

ঢাবি : পৃষ্ঠা : ৭ কলাম : ১

ঢাবি : তদন্ত কমিটি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সংঘটিত হত্যাকাণ্ড, সন্ত্রাসী ঘটনা, অপহরণ, চাঁদাবাজি, পরীক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগ, অর্থ আত্মসাৎ, প্রশাসনিক ও নির্মাণ কাজে দুর্নীতি, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের অনিয়ম, নৈতিক স্খলনজনিত ঘটনা তদন্তে ৫৩৯টি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি কমিটির সুপারিশ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান প্রশাসনের প্রায় ৭ মাসে গঠিত ১১টি কমিটির মধ্যে মাত্র তিনটি কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছে। এগুলো হল- গত বছরের ১৩ নভেম্বর জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হল দখল-পাল্টাদখল প্রশ্নে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের বন্দুকযুদ্ধ, এসএম হলে ডিম বিক্রেতাকে চাঁদার দাবিতে ছাত্রদল ক্যাডার সাইফুল ইসলাম সম্পদের নির্যাতন এবং এ বছরের ২২ জানুয়ারি কলাভবন এলাকায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ওপর ছাত্রদলের হামলার ঘটনার তদন্ত কমিটি। এ তিনটি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সাতজন ছাত্রদল ও দুজন ছাত্রলীগ ক্যাডারকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। বাকি তদন্ত কমিটিগুলোর রিপোর্ট আজও প্রকাশিত হয়নি।

বুয়েটে গত ৮ জুন টেন্ডার দখল নিয়ে ছাত্রদলের মুকি ও টগর গ্রুপের মধ্যকার ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধে ক্রসফায়ারে ছাত্রী সনি নিহত হওয়ার ঘটনা ও বন্দুকযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র জড়িত আছে কিনা, তদন্তের জন্য গত ১০ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ট্রেজারার অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটিকে ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলেও ২১ দিনেও তা পেশ করেনি। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, তদন্ত কমিটির কাজ বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। এ ব্যাপারে কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ রাশিদুল হাসান জানান, বিভিন্ন ঝামেলার কারণে এখনও আমরা বসতে পারিনি। তবে দুয়েক দিনের মধ্যে বসব। এ কমিটির সদস্য সচিব প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম জানান, আদালত থেকে কেউ দোষী হিসাবে সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কারও বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট পেশ করতে পারি না।